

Released: 11-2-37

Sadhona Bose

IN

Alibaba

produced by

SHREE BHARAT LAXMI
PICTURES



Shubh

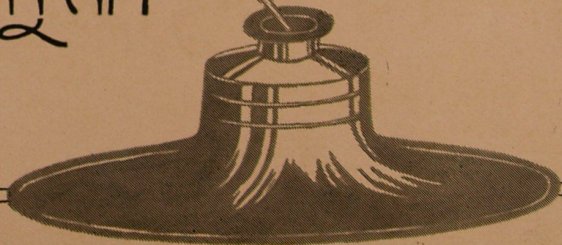
1937

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের
নবতম বানীচিত্র

গোপীমহা

কাহিনী
পণ্ডিত-ক্ষীরোদপ্রসাদ

পরিচালক-মধু বোস



সংগঠনকারী

ব্যবস্থাপক: বৈজনাথ লাচিত্যা
 প্রধান যন্ত্র-শিল্পী: চার্লস স্টিভ
 ছবি-শিল্পী: বিভূতি দাস
 সহকারী: গীতা ঘোষ
 শব্দ-যন্ত্রা: জগদীশ
 সহকারী: এ, গম্বুর
 ছবি-সম্পাদক: ইয়াসিন
 শ্যাম দাস

সূত্র-শিল্পী: { ফ্রান্সো পোলা
 ন্যাথর দাস নায়ক
 নৃত্য-পরিবেশনা: সার্বনা বোস
 দৃশ্য-পরিবেশনা: সুধাংশু চৌধুরী
 কারু-শিল্পী: { জগৎ রায় চৌধুরী
 মতিলাল
 বসায়ণগারার ধর্মজ্ঞ: { পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
 কবিবর গুলাব
 প্রচার-সম্পাদক: { হেমন্ত গুপ্ত

চারিত্র

মাজিনা - সার্বনা বোস
 ফাতিমা - সুপুভা মুখার্জি
 সাকিনা - ইন্দিরা রায়
 আলিাবাবা - বিভূতি গাঙ্গুলী
 কারিম - কমল বিশ্বাস
 আবদালা - মধু বোস
 হুসেন - বি.পি. মেহরা
 দস্যু - সাদার - কার্লি ঘোষ
 মুস্তাফা - পীতি কুমার মজুমদার



কাহিনী ভালোমত

এক ছিল বাদশা—নাম তাঁর হাকন্-অল-রসিদ। রাজা থাকলেই যেমন তাঁর রাণী থাকে, বাদশারও তেমনি থাকে বেগম। হয়ত, বাদশা হাকন্-অল-রসিদেরও ছিল। কিন্তু, থাক্ সে কথা।

বাদশা যখন ছিল, রাজত্বও তাঁর একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু, কোথায়?—আরব দেশেও হতে পারে, কি, তাঁর আশেপাশে কোথাও হয়তো আশ্চর্য্য নয়। মোট কথা, রাজত্ব ছিল।

হাকন্-অল-রসিদের রাজত্বকালেই হোক, কি তার আগেই হোক, বা, পরেই হোক, এক সময়ে





এক
দেশে বাস
করত ছ'টি ভাই—
আলিবাবা আর কাসিম।
সহোদর হ'লেও, দুজনের মধ্যে
প্রভেদ ছিল কিন্তু আকাশ-পাতাল।
বেচারী কাঠুরে আলিবাবা—জঙ্গলে কাঠ

কাটে—দিন আনে আর দিন খায়। ওতেই ও খুসী—মনের আনন্দে বেচারী দিন কাটাত।
কাসিমের কিন্তু তা নয়। বরাতগুণে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সে বাদশার ওমরাহ
হয়েছিল—কিন্তু, লোভ তাঁর মেটেনি একটুও। লক্ষ লক্ষ টাকার মাঝে বসে সে ফোড় টাকার
স্বপ্ন দেখত। তাঁর ওপর, গুণ ছিল তার অনেক—গরীর ভাই আলিবাবাকে ঘেমাও বড় কম
করতনা।
বাদশা-ওমরাহদের যেমন বাঁদী-বান্দা থাকে—কাসিমেরও ছিল। সুন্দরী মর্জিনা শ্রেষ্ঠা বাঁদী—
আর, বান্দা আব্দালা—বাঁদী-বান্দা-মহল তাদেরই তাঁর রাজহ।



মর্জিনাকে
আব্দালা যথেষ্ট
শ্রদ্ধা করত—হয়ত বা
ভালও বাসত। কিন্তু, সে
ভালবাসা ছিল অস্তু মুখী। হয়ত,
আব্দালার মনেই সে ভালবাসা হ'য়ে
উঠেছিল পল্লবিত। বান্দা আব্দালা,
অসৌম স্নেহ, শ্রদ্ধা আর রহস্ত-
প্রিয়তার আবরণে আড়াল
ক'রে রাখত তাঁর
মনকে।



আলিবাবার ছেলে—সরল, নিরীহ, গোবেচারী ছসেন মর্জিনাকে ভালবেসে ফেলেছিল।
মর্জিনা ছিল তাঁর মাথার মণি—কিন্তু, বেচারীর এমন অবস্থা নয় যে, মর্জিনাকে ক্রীতদাসীদের
বাঁধন থেকে মুক্ত ক'রে।

কাসিম সাহেবের তরুণী পত্নী সাকিনা, মেয়েটি মন্দ ছিল না—ধনগর্ব্বী স্বামীটির প্রতিমূর্ত্তির
মতই সে নিজেকে গড়ে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তা হ'লেও, সে আলিবাবার স্ত্রীর কাছ থেকে কাঠ
কিনে প্রকারান্তরে তাঁকে সাহায্যই করত—এ জন্মে তাঁর স্বামী রাগারাগি করুলে, 'সস্তায় পাওনা
যায়, বলে স্বামীকে বোঝাত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফেরবার পথে আলিবাবা সন্ধান পেলে প্রচুর
ঐর্থ্যের—সোণা, দানা, মোহর, মণি, মুক্তার ছড়াছড়ি। চল্লিশজন দস্যু ডাকাতি ক'রে বা
রোজগার করত, সব রাখত এক গুহার মধ্যে। 'চিচিও, ফাঁক' বললেই গুহার দরজা যেত খুলে,
আর 'চিচিও, বন্ধ বললেই বন্ধ' হোত। ডাকাতরা বেরিয়ে যাবার সময় আলিবাবা সব শুনে
নিলে।

তারপর? তারপর আলিবাবা হল বড়লোক। এ খবর কাসিম সাহেবের কানে তুললে
সাকিনা। ভাল মানুষ আলিবাবার মাথায় হাত বুলিয়ে কাসিম সাহেব সব কথা বের করে নিলে,





বাঁদী মজিনাকে মুক্তিদানের সপ্তে। বাঁদী মজিনা পোলে মুক্তির আশ্বাদন—হৃসেনের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু, লোভী কাসিম—ঐশ্বর্যালিলাই হল তার মুহুর কারণ। দস্যাদের হাতে বেচারী প্রাণ হারালে।

ওদিকে আলিবাবা সাকিনাকেও সাদী করে ফেললে।

দস্যু সর্দার খবর পেলে, তাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এমন কি তাদের গোপন স্থানটির কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং এর জন্মে দায়ী আলিবাবা। তারপর তারা আলিবাবাকে লোকান্তরে পাঠাবার জন্মে প্রাণপণ করলে। অনেক চেষ্টার পর, তারা খুঁজে বার করলে সহরের এক বুড়ো মুচি মুস্তাফাকে। এই বুড়ো মুস্তাফাই কাসিমের কাটা শরীর সেলাই করেছিল এবং তাকে দিয়ে এট কাজ করিয়েছিল মজিনা। খুশি খেয়ে প্রাণের দায়ে বাবা মুস্তাফা সব কথা বলে ফেললে।

আলিবাবাকে মারবার প্রথম চেষ্টা তাদের বিফল করলে বুদ্ধিমতী মজিনা আর তার বিশ্বস্ত বন্ধু আবদালা। এই বিফলতায় দস্যু-সর্দার আর বাকি দস্যুরা মরিয়া হয়ে উঠল—কিন্তু, তাদের চক্রান্ত এবারও বিফল হ'ল মজিনা আর আবদালার বুদ্ধিবলে।

বাকি গল্পটুকু শোনার চেয়ে, ছবিতে দেখলে—শোনাও হ'বে, আর উপরি লাভ হ'বে ছবি দেখার আনন্দ। তাই দেখবেন—

—শেষ—

মজিনা : ছিছি এস্তা জঞ্জাল,
এস্তা বড়া বাড়ি ইনুমে এস্তা জঞ্জাল।
হরদম লাগাতা খাড়, তবুভি এয়ারসা হাল ॥
শন্দরমে বাহারমে সবমে সমান,
জঞ্জাল পুরা ছয়া বরুবাদ তামাম।
ময়লা মোকাম—
বড়ি ময়লা মোকাম,
ময়লা মনিব মেরা, লোংরা সেচাল।
দিল-ময়লা বিবি মেরা হাজির হামেহাল ॥

আবদালা :

আয়া হকুম বরদার।
আয়া হকুম বরদার ॥
বড়ি কাম্পিয়ারা হরদম লেও কুরপুর কামদার ॥
দেখো যেস্তা কালো রং,
খাখের তেস্তা জবর টং,
সারা ঝটপট কাম করনেওলা দাঁচা সমজদার।
বহৎ খোসমেজাজি রাণী বিবি মালিক মহলাদার ॥

বালকগণ :

আয়রে ভাই কাঠ কাটিগে কটাকট,
নইলে বেত লাগাবে পটাপট।
মারিদনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটো গুড়ি তাতে সানবে না।
ঘুরিয়ে কুড়ল খুব জ্বারে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি, শুকনো ভাজি মটামট।

আবদালা ও মজিনা :

আব। আয় বাঁদী তুই বেগম হাবি, খোয়াব দেখেছি—
আমি বাদশা বনেছি।
মর। বেশ হয়েছে আয় তবে তোর লাজটা ছেঁটে দি ॥
বাঁদা বাঁদর বাদশার লাজ, লোকে বলবে কি ?
আব। থাক লাজ তুই চটপট আয় বেগম করে নি।
এই বেলা আয় আগে ভাগে নইলে পাবি নি ॥
মর। পাব না কি ? বলি কেরে ? ওকি কথা রে।
ওরে তোর জন্মে তজ্জ-তাউস ককিন্ কিনেছি ॥
কবর কেটে তোখাখানা বানিয়ে রেখেছি ॥
আব। আমি বাদশা বনেছি।
মর। আমি বেগম হয়েছি।
উত্তরে। বাদশা-বেগম কমরমাকম্ব বাজিয়ে চলেছি ॥



আবদালা।

লেও সাকি দেও ভরপিয়াল গিলাও দারু ফিন,
লাল সিরাজি আজুর সারব গুলকে তর রশিন ॥
ময়নামে ঠর চাটনি মিঠা বাৎ,
আব খানে দেও মিলু গিয়ারা সাথ—
ঘুরনা কিরনা খোস করনা কাম বড়া বপীন ॥



৬
মর্জিনা : আমার এই ছাত্তির স্বন্দরে ।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নান্দরে ॥
সন্দ সন্দ মন্দ বাদীদের,
পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের—
এই বন্ধ খুলে সোণার তরী বাঁধবে তাদের বন্দরে ॥

৭
মর্জিনা : এসে হেসে কাছে বসে, সোহাগ বাঁধন বেঁধেছে সে ।
মিশে-মিশাইয়ে নিরেছে রে ॥
আমার-অস্ত্র প্রাণ দিয়ে আমারে মজায়েছে ।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিরেছে ।
আমি-ময় সে আমার, আমারে সে-ময় করেছে রে ॥

৮
আবদালা ও মর্জিনা :
দেখে শুনে বোঝ ত মানো না ।
বলতে গেলে ছ'টো কথা কানে তোল না,
নসিবে মারলে গোলা গোলা ধরে খা ভালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জ্বালায় ঝালাপালা, মানা শোন না ॥

৯
আনিবাবা :

বেস্তা রূপেয়া তেস্তা দিগদারী ।
লাহলু বিনা এ ক্যা ঝক্কারী ॥
হাজ্জার সে উঠ' উঠ' যায় লাক্ষে মে
লাখোবি প'হছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয়া বাড়' যায় দিল ছোট ছোট হো যায়,
ক্যায়সে চলে গা মেয়া দিন্দারী ॥

১০

মর্জিনা :

বাক্সে কাছে কর্তাকে আর যেতে দোব না,
নিত্য বনে পাটিয়ে দোব, পরব কত সোণাদানা ।
বনের ভেতর মোহররে বাগান,
মোহর ফলেছে ধান, ধান,
নাড়লে গড়ে যেন পাকা ধান ;—
রেকে মেগে তুলব ঘরে কারুর তাতে নেই মানা ॥

১১

সাকিনা :

আমার কেমন কেমন করছে কেন মন,
চোক ছল-ছল, পা টল-মল, রগ কেন টন-টন ॥
(আমার) শিউরে শিউরে উঠছে কেন গা,
খালি স্বদয় কর্তেছে খাঁ খাঁ ;—
(আমার) হাড় মড়, মড়, বুক ধড়, ধড়—
প্রাণ কেন ঝন-ঝন ॥
(এমন) ছটকটানি, প্রাণপাড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ ॥

১২

সাকিনা :

আশে রেখেছি রে প্রাণ সে কি রে আসিবে কিরে ।
স্বথ-স্বাথ অবদান ভাসিতেছি আঁগিনীরে ॥
সে মোহিনী প্রেম-গান, প্রণয়ের স্বখতান,
আবেশে আকুল প্রাণ ;
অলে জ্বালা ঝিকি ঝিকি জেগে ওঠে ধীরে ধীরে ॥
কে আর সেহাগভরে ধরিয়ে স্বদয় 'পরে
মুছাবে মরম-ব্যথা আদর ক'রে,
প্রেম-ডোরে বাঁধি মোরে পরাবে সে মতি হীরে ॥



১৩

মর্জিনা : ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে ।
আমি যে বেদেছি ভাল সে বাসা সে ভালবাসে ॥
সে হাসিটি সে স্বধের,
সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ এ ছবি-আক'ণে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি তবু মুছ যুহু হাসে ॥



মজিন্দা : আমি ঢের সয়েছি আর ত দ'ব না ।
তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন যেচে প'রব না ॥
বহুত দাগা বুক পেতে নিছি, জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচার আর ত র'বনা ॥



মজিন্দা : ছোড়া ছোড়া দে'রে রে সে'ইয়া ছোড়া দে'রে—
মায় নেহি জানে তুমিয়াদারি ।
জোরা বরিসে গীত নাহি হোগা,
তেরা গীত (হো হো মিক্রা) ব'কমারি ॥
হোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে, আ'খিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আ'ওয়ে,
সতিনী ধরকো মজা উড়াওয়ে,—
বেইমানকো এইদা হায় দাগাদারি ॥



ভিখারী :

ওমা দিন চলে না ঘুরি-কিরি ভিক্ষে দিয়ে যা ;
নিয়ে খাই আদর করে সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা ।
বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা, বুক বেয়ে হায় বয় পো ধারা
(ও মা) নাই ত বেলা, (বড়) ক্ষিদের জ্বালা,
(মুখে) সরে নাক রা ॥

বাঁদীগণ : অরে ছয়া ছোড়া পালান্ড সাহাব ।
আশমানসে নিকুল হায় অকুখ আকুতাব ॥

আবদালা : চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে পিয়ে সুখা প্রাণ ভরে-
শ্রেম-সোহাগে, শ্রেম-অহুরাগে, আদরে মনোচোরে ।



মায়াকাজল



রূপকথা

রূপকথা হ'লেই এক থাকে রাজপুত্র আর থাকে একরাজকন্তে। আমাদের রূপকথায় কিন্তু রাজপুত্রও নেই, রাজকন্তেও নেই। এক থাকে মুখা—নাম তাঁর উজ্জবুর্ক মিশ্র। বেচারী রোজগার করতে পারে না—দিন রাত স্ত্রীর মুখনাড়া খায়। একদিন উজ্জবুর্কের স্ত্রী শিরী গালাগালি-মন্দ করে উজ্জবুর্ককে দিলে বাড়া থেকে তাড়িয়ে। মনের ছুখে উজ্জবুর্ক স্থির করলে, এ প্রাণ আর রাখবে না—বেচারী মরে বাঁচবে।

উজ্জবুর্ক ভুবে মরবে—জলে নেমে দেখলে জল-পরীদের নাচ, তারা যেন ডাকছে—“আয়, আয়, আয়।”

হঠাৎ চোখ চেয়ে উজ্জবুর্ক দেখে—এক কিস্তৃতকিমাকার চেহারা—মৌখ মানে যমদূত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। বেচারীর আত্মারাম ত' ভয়ে খাঁচা-ছাঁড়া হ'বার উপক্রম। মৌখ বললে—“মরতে তুই পাবি না, মরবার সময় তোরা হয়নি।”

মরবারও উপায় নেই শুনে উজ্জবুর্ক ত' কেঁদেই আকুল। উজ্জবুর্ক তাঁর ছুখের কথা সব খুলে বললে মৌখকে।

চরিত্র-লিপি

উজ্জবুর্ক :	তুলসী লাহিড়ী
হকিম :	গণেশ রায়
কড়েরীমল :	নন্দকিশোর
মৌখ :	মধুসূদন
নবাব :	বিজয় মজুমদার
শিরী :	উষাবতী (পটল)
বাস্তীজী :	ফুল্লনলিনী



চিত্র-পরিবেশক : এম্পায়ার টকি ডিস্ট্রিবিউটার্স

মৌখের মনে দয়া হ'ল—সে উজ্জবুর্ককে একটা কোটা দিলে—তাঁতে ছিল “মায়াকাজল”। সে কাজলের এমনি গুণ, চোখে লাগিয়ে যে কোনও রুগীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই রোগীর মাথার কাছে মৌখকে দেখা যাবে। মৌখ যদি রোগীরবাঁদিকে থাকে, তাহলে সে রোগী বাঁচবেই, আর যদি ডান দিকে থাকে স্বয়ং খোদাও তাকে বাঁচাতে পারবেন না।

এই “মায়াকাজল” পেয়ে উজ্জবুর্ক হকিমী স্বরূপ করে দিলে। হকিম উজ্জবুর্কের এখন ভারী নাম, পসার আর ধরে না। পয়সার গরমে উজ্জবুর্ক ভুলে গেল গরীবদের—

একদিন হকিম উজ্জবুর্ক সারেরের নিজেই অসুখ হ'ল, ভারী অসুখ—বাঁচে কি ম'রে। কৌতুহলবশে উজ্জবুর্ক চোখে কাজল মেখে দেখে, মৌখ তাঁর ডান দিকে দাঁড়িয়ে। বেচারীর বুকে চিপ্ চিপ্ করে উঠল। একদিন যে প্রাণ খেঁজায় নষ্ট করতে চেয়েছিল, সেই প্রাণের মমতা আজ উজ্জবুর্ককে জড়িয়ে ধরল। হঠাৎ পাওয়া ঐশ্বর্য, সম্পদ, পত্নীর ভালবাসা, সুখ, শান্তি, ইহকালের যা কিছু প্রার্থনীয় সব কিছু পেয়ে হারাবার চিন্তা তাঁকে উন্মাদ করে তুললে।

তারপর : হ্যা, তারপর—তারপর—উজ্জবুর্ক কি ভাবে, কি সন্তে নব-জীবন লাভ করলে, তা “মায়াকাজল” ছবি দেখলেই বুঝবেন।



বাস্তীজী—

গোলাপ হয়ে ফুটবে তোমার প্রেমের গুলিস্তানে,
বুলবুলিদের গানখানি আজ গাঠবো কানে কানে।

স্বপ্নমা করে আঁখির পাতায়,

বন্ধু আমার রাখবো তোমায়ে—

গোলাপ ঠোঁটের রঙীন প্রাণ আঁকবো তোমার প্রাণে ॥

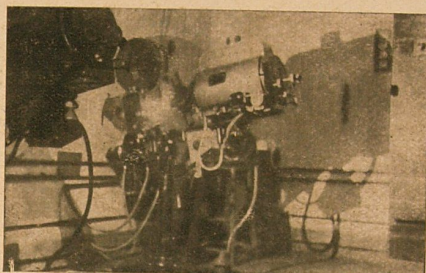
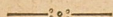
Copyrights reserved by Shree Bharat Lakshmi Pictures, Calcutta.

Printed & Engraved by Amiya Dey, at Multi-Color Printing & Process Works.

THREE of
The Leading Indian Release Houses of Calcutta Use



HIGH FIDELITY
EQUIPMENTS



HIGH FIDELITY
EQUIPMENTS



OUR
LATEST

And

BEST

PG/92

HIGH
FIDELITY
EQUIPMENT

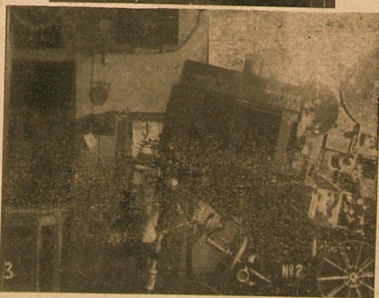
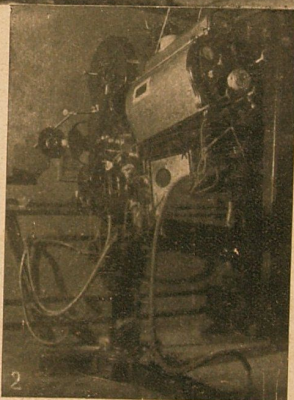
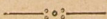
To Be

INSTALLED

At The

RUPA BANI

SHAMBAZAR, CALCUTTA



RUPA BANI

SHAMBAZAR CALCUTTA

Will Have

SUPER SIMPLEX
PROJECTORS

With

PEERLESS MAGNARCS
AND
CINEPHOR LENSES
FITTED TO

THE

FIRST PG/92
RCA EQUIPMENT
To Be

INSTALLED
On This Side

of The

COUNTRY



INTERIOR SHOWING RCA PG 30 HIGH FIDELITY EQUIPMENTS INSTALLED IN
(1) PARADISE CINEMA, (2) BHARAT LAKSHMI THEATRE (3) GANESH TALKIE HOUSE.

For Any Particulars and Information Write To
EMPIRE TALKIE DISTRIBUTORS

B5, BHARAT BHAWAN, CHITTARANJAN AVENUE, CALCUTTA.

শ্রীভারতলক্ষ্মীর

অবিস্মরণীয় অবদান

‘আলিবাবা’

শ্রেষ্ঠাংশঃ—সাধনা বসু ।



পরিবেশক :

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটস’,

৬/৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১৩,

“সংগঠনকারী”

ব্যবস্থাপক:	বৈজনাথ লাটিয়া
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী:	চার্লস ক্রীড
চিত্র-শিল্পী:	{ বিভূতি দাস গীতা ঘোষ
সহকারী:	জগদীশ
শব্দ-যন্ত্রী:	এ, গফুর
সহকারী:	ইয়াসিন
চিত্র-সম্পাদক:	শ্রাম দাস
স্বর-শিল্পী:	{ জ্যোত্স্নোপোলো নাগর দাস নায়ক
নৃত্য-পরিকল্পনা:	সাধনা বোস
দৃশ্য-পরিকল্পনা:	সুধাংশু চৌধুরী
কারু-শিল্পী:	মতিলাল
রসায়ণাগারাদ্যক্ষ:	{ জগৎ রায় চৌধুরী পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
প্রচার-সম্পাদক:	{ কবিবর গুলাব হেমন্ত গুপ্ত

“চরিত্র”

মর্জিনা—সাধনা বোস
ফতিমা—সুপ্রভা মুখার্জি
সাকিনা—ইন্দিরা রায়
আলিবাবা—বিভূতি গাঙ্গুলী
কাসিম—কমল বিশ্বাস
আবদালা—মধু বোস
হুসেন—বি, পি, মেহরা
দহস্য-সর্দার—কালি ঘোষ
মুস্তাফা—প্রীতি কুমার মজুমদার

“কাহিনী”

এক ছিল বাদশা—নাম তা'র হারুন্-অল্-রসিদ। রাজা থাকলেই যেমন তার রাণী থাকে, বাদশারও তেমন থাকে বেগম। হয়ত, বাদশা হারুন্-অল্-রসিদেরও ছিল। কিন্তু, থাক্ সে কথা।

বাদশা যখন ছিল, রাজত্বও তা'র একটা ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু, কোথায়?—আরব দেশেও হ'তে পারে, কি, তা'র আশে পাশে কোথাও হওয়াও অশর্চয় নয়। মোট কথা, রাজত্ব ছিল।

হারুন্-অল্-রসিদের রাজত্বকালেই হোক, কি তার আগেই হোক, বা, পরেই হোক, এক সময়ে এক দেশে বাস করত দু'টি ভাই—আলিবাবা আর কাসিম। সহোদর হ'লেও দুজনের মধ্যে প্রভেদ ছিল কিন্তু আকাশ-পাতাল। বেচারী কাঠুরে আলিবাবা জন্মলে—কাঠ কাটে—দিন আনে আর দিন খায়। ওতেই খুসী—মনের আনন্দে বেচারী দিন কাটাত।

কাসিমের কিন্তু তা নয়। বরাতগুণে বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে সে বাদশার ওমরাহ হয়েছিল—কিন্তু, লোভ তা'র মেটেনি একটুও। লক্ষ লক্ষ টাকার মাঝে বসে সে ক্রোড় টাকার স্বপ্ন দেখত। তা'র ওপর, গুণ ছিল তার অনেক—গরীব ভাই আলিবাবাকে ঘেরাও বড় কম করতনা।

বাদশা-ওমরাহদের যেমন বাদী-বান্দা থাকে—কাসিমেরও ছিল। সুন্দরী মর্জিনা শ্রেষ্ঠা বাদী—আর, বান্দা আব্দালা—বাদী-বান্দা-মহল তাদেরই তা'র রাজত্ব।

মর্জিনাকে আব্দালা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত—হয়ত বা ভাল বাসত। কিন্তু, সে ভালবাসা ছিল অন্তর্মুখী। হয়ত, আব্দালার মনেই সে ভালবাসা হ'য়ে উঠেছিল পল্লবিত। বান্দা আব্দালা, অসীম স্নেহ, শ্রদ্ধা আর রহস্য-প্রিয়তার আবরণে আড়াল ক'রে রাখত তা'র মনকে।

আলিবার ছেলে—সরল, নিরীহ, গোবেচারী হুসেন মর্জিনাকে ভালবেসে ফেলেছিল। মর্জিনা ছিল তাঁর মাথার মণি—কিন্তু, বেচারীর এমন অবস্থা নয় যে, মর্জিনাকে ক্রীতদাসীত্বের বাধন হতে মুক্ত ক'রে।

কাসিম সাহেবের তরুণী পত্নী সাকিনা, মেগেটি মন্দ ছিল না—ধনগর্ভী স্বামীটির প্রতিমূর্তির মতই সে নিজেকে গড়ে নিতে বাধ্য হ'য়েছিল। তা হ'লেও, সে আলিবার স্ত্রীর কাছ থেকে কাঠ কিনে প্রকারান্তরে তাঁকে সাহায্যই করত—এ জগে তাঁর স্বামী রাগারাগি করলে, সস্তায় পাওয়া যায়, বলে স্বামীকে বোঝাত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ফেরবার পথে আলিবা বা সন্ধান পেলে প্রচুর ঐশ্বর্যের—সোণা, দানা, মোহর, মণি, মুক্তোর ছড়াছড়ি। চল্লিশজন দস্যু ডাকাতি ক'রে যা রোজগার করত, সব রাখত এক গুহার মধ্যে। 'চিচিঙ ফাঁক' বললেই গুহার দরজা যেত খুলে, আর 'চিচিঙ বন্ধ' বললেই বন্ধ হোত। ডাকাতরা বেরিয়ে যাবার সময় আলিবা বা সব গুনে নিলে।

তারপর? তারপর আলিবা বা হল বড়লোক। এ খবর কাসিম সাহেবের কানে তুললে সাকিনা। ভাল মানুষ আলিবার মাথায় হাত বুলিয়ে কাসিম সাহেব সব কথা বের করে নিলে, বাদী মর্জিনাকে মুক্তিদানের সর্তে। বাদী মর্জিনা পেলে মুক্তির আশা-দন—হুসেনের স্বপ্ন সফল হল।

কিন্তু, লোভী কাসিম—ঐশ্বর্যালিপ্সাই হল তাঁর মৃত্যুর কারণ। দস্যুদের হাতে বেচারী প্রাণ হারালে।

ওদিকে আলিবা বা সাকিনাকেও সাদী করে ফেললে।

দস্যু সর্দার খবর পেলে, তাদের অতুল ঐশ্বর্য এমন কি তাদের গোপন স্থানটির কথাও প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং এর জন্ত দারী

আলিবা বা। তারপর তারা আলিবাবাকে লোকান্তরে পাঠাবার জগে প্রাণপণ করলে। অনেক চেষ্টার পর, তারা খুঁজে বার করলে সহরের এক বুড়ো মুচি মুস্তাকাকে। এই বুড়ো মুস্তাকাই কাসিমের কাটা শরীর সেলাই করেছিল এবং তাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছিল মর্জিনা। যুগ খেয়ে প্রাণের দায়ে বাবা মুস্তাকা সব কথা বলে ফেললে।

আলিবাবাকে মারবার প্রথম চেষ্টা তাদের বিফল করলে বুদ্ধিমতী মর্জিনা আর তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আব্দালা। এই বিফলতায় দস্যু-সর্দার আর বাকি দস্যুরা মরিয়া হয়ে উঠল—কিন্তু, তাদের চক্রান্ত এবারেও বিফল হ'ল মর্জিনা আর আব্দালার বুদ্ধিবলে।

বাকি গল্পটুকু শোনার চেয়ে, ছবিতে দেখলে—শোনাও হ'বে, আর উপরি লাভ হ'বে ছবি দেখার আনন্দ। তাই দেখবেন—

—শেষ—

১

মর্জিনা :

ছিছি এস্তা জঙ্গাল
এস্তাবড়া বাড়ি ইসমে এস্তা জঙ্গাল
হরদম লাগাতা ঝাড়
তব্ভি এ্যায়সা হাল ॥
অন্দরমে বাহারমে সবমে সমান
জঙ্গাল পুরা হুয়া বরবাদ তামাম।
ময়লা মোকাম,—
বড়ি ময়লা মোকাম,
ময়লা মনিব মেরা, লোংরা বেচাল
দিল-ময়লা বিবি মেরা
হাজির হামেহাল ॥

২

আব্দালা :

আয়া হুকুম বরদার।
আয়া হুকুম বরদার ॥
বড়ি কাম-পিয়ারা হরদম
লেও ভুরপুর কামদার ॥
দেখো যেস্তা কালা রং,
আখের তেস্তা জবর চং,
সারা রট পট কাম করনেওয়াল
শাচ্চা সমজদার।
বহুং খুসমেজাজি
রাজী বিবি মালিক মহলাদার ॥

বালকগণ :

আয়রে ভাই কার্ট কাটিগে কটাকট ।
নইলে বেত লাগাবে পটাপট ।
মারিসনে ঠুকঠুকিয়ে ঘা—
মোটা গুড়ি তাঁতে সানবেনা ।
ঘুরিয়ে কুড়ুল খুব জোরে লাগা—
কাঁচা ডাল কুপিয়ে কাটি
শুকুনো ভাঙ্গি মটামট ।

আবদালা ও মর্জিনা :

আব । আয় বাদী তুই বেগম হবি,
খোয়াব দেখেছি,—
আমি বাদশা বনেছি ।
মর । বেশ হয়েছে আয় তবে
তোর ল্যাজটা ছেঁটে দি ॥
বান্দা বাদর বাদশার ল্যাজ,
লোকে বলবে কি ?
আব । থাক ল্যাজ তুই চটপট আয়
বেগম করে নি ॥
এই বেলা আয়
আগে ভাগে নইলে পাবি নি
মর । পাব না কি ? বলিস্ কিরে ?
ওকি কথা রে ।
ওরে তোর জন্মে
তক্ত-তাউস কফিন্ কিনেছি ॥
কবর কেটে তোমাখানা
বানিয়ে রেখেছি ॥

আব । আমি বাদশা বনেছি ॥
মর । আমি বেগম হয়েছে ।
উভয়ে । বাদশা—বেগমবন্মবমাঝম
বাজিয়ে চলেছি ।

আব্দালা :

লেও সাকি দেও ভর পিয়লা
পিলাও দারু ফিন্,
লাল সিরাজি আব্দুর সরাব
গুলকে তর্ রঙ্গিন্ ।
নয়নামে ঠর চাটনি মিঠা বাং,
আব খানে দেও দিল পিয়ারা সাথ—
ঘুরনা ফিরনা থোস্ করনা
কাম বড়া সঙ্গীন ॥

মর্জিনা :

আমার এই ছাতির অন্দরে ।
বন্ধ ক'রে রেখেছি মোর নয়নান্দরে ॥
সন্দ সদা মন্দ বাদীদের,
পিয়ারে আমার পায় যদি গো টের—
এই বন্ধ খুলে সোনার তরী
বোধবে তাদের বন্দরে ॥

মর্জিনা :

এসে হেসে কাছে বসে,
সোহাগ বোধন বেঁধেছে সে ।
মিশে মিশাইয়ে নিয়েছে রে ॥

আমার-অন্ত প্রাণ দিয়ে

আমারে মজায়েছে ।
টানে টানে প্রাণে টেনে নিয়েছে ।
আমি-ময় সে আমার,
আমারে সে-ময় করেছে রে ॥

আব্দালা ও মর্জিনা :

দেখে শুনে বোঝ ত মানো না ।
বলতে গেলে ছুঁটো কথা
কানে তোল না,
নসিবে মারলে গোলা,
গোলা ধরে খা ডালা,
দেবার যারে দেয় দেনেওলা,
(হও) আপন জালায় ঝালাপালা,
মানা শোন না ॥

আলিবাবা :

যেত্তা রূপেয়া তেত্তা দিগ্দারী ।
লাহল্ বিনা এ ক্যা ঝুমারী ॥
হাজার সে উঠু উঠু যায় লাখো মে
লাখোবি পাছছে ক্রোড়ো মে,
রোপেয়া বাড়ু যায় দিল ছোট হোয়ায়,
ক্যায়সে চলে গা মেরা দিন্দারী ॥

মর্জিনা :

বাজে কাজে কত্তাকে আর
যেতে দোব না,
নিত্য বনে পাঠিয়ে দোব,
পদধ কত সোপাদানা ॥

বনের ভেতর মোহরের বাগান,
মোহর ফলেছে থান্ থান্,
নাড়লে পড়ে যেন পাকা ধান :—
রেকে মেপে তুলব ঘরে
কাকুর তাতে নেই মানা ॥

সাকিনা :

আমার কেমন কেমন করছে কেন মন,
চোক ছল-ছল, পা টল-মল,
বগ কেন টন-টন ॥
(আমার) শিউরে শিউরে
উঠছে কেন গা,

খালি হৃদয় করতেছে খাঁ পঁা :—
(আমার) হাড় মড়্ মড়্, বুক ধড়্ ধড়্—
প্রাণ কেন বন্ বন্ ॥
(এমন) ছটফটানি, প্রাণপোড়ানি—
কি ছাই অলক্ষণ ॥

সাকিনা :

আশে রেখেছি রে প্রাণ,
সে কি রে আসিবে ফিরে ।
সুখ সাধ অবসান,
ভাসিতেছি আখিনীরে ॥
সে মোহিনী প্রেম গান,
প্রণয়ের সুখতান,
আবেশে আবুল প্রাণ ;
জলে জালা ধিকি ধিকি,
জেগে ওঠে ধীরে ধীরে ॥

কে আর সোহাগভরে ধরিয়ে হৃদয় পরে
মুছাবে মরম ব্যথা আদর করে;

প্রেম ডোরে বাধি মোরে,
পরাবে সে মতি হীরে ।

১৩

মঞ্জিনা :

ভালবাসে তাই ভালবাসিতে আসে ।

আমি যে বেসেছি ভাল
সে বাসা সে ভালবাসে ॥
সে হাসিটি সে স্নেহের,

সে চাহনি সোহাগের ;
দেখিয়া চিনেছি চাঁদ
এ হৃদি-আকাশে ভাসে ;
হাসি হেরে কেঁদে মরি
তবু মুহু মুহু হাসে ॥

১৪

মঞ্জিনা :

আমি ঢের সয়েছি আর ত স'ব না ।
তোমার কুটিল নয়ন ছেলের বাধন
যেচে পরব না ॥

বহুত দাগা বুক পেতে নিছি,
জ্বালায় জীর্ণ হয়েছি,
এবার পালিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাব
আর ত র'বনা ॥

১৫

মঞ্জিনা :

হামে ছোড়ি দে'রে রে
সে'ইয়া ছোড়ি দে'রে—
ময়র নেহি জানে হুনিয়াদারি ।

জোরা বরিসে গীত নাহি হোগা,
তেরা গীত (হোহো মিঞা) ঝক্‌মারি ॥

তোরি লিয়ে রোয়ে রোয়ে,
অখিয়া লালি হোয়ে,
তোম নেহি আওয়ে,
সতিনী ঘরকো মজা উড়াওয়ে,—
বেইমানকো এইসা হায় দাগাদারি ॥

১৬

ভিখারী :

ওমা দিন চলে না ঘুরি-ফিরি
ভিক্ষে দিয়ে যা ;
নিয়ে যাই আদর বরে
সোহাগ ভরে যে যা দেয় মা তা ।

বাপ মা কেঁদে হয় মা সারা,
বুক বেয়ে হায় বয় গো ধারা
(ও মা) নাই ত বেলা,
(বড়) ফিদের জালা,
(মুখে) সরে নাক রা ॥

১৭

বাদীগণ :

সুরে ছয়া ছোড়ো পালাও সাহাব ।
আশমান্‌সে নিক্ল হয় সুরুথ আফ্‌তাবা

১৮

আব্দালা :

চাঁদ-চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে-প্রেম-সোহাগে,
প্রেম-অনুরাগে, আদরে মনোচোরে ।

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে—শ্রীপরিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
সম্পাদিত ও ৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীটস্থ ক্যালকাটা আর্ট প্রিন্টিং হাউস হইতে মুদ্রিত ।